Table of contents

1. Introduction
2. রাতের কনফেশন
3. আতঙ্ক এবং ফ্ল্যাশব্যাক
4. স্মৃতির ফাঁস এবং সত্যের কিনারায়
5. স্টুডিওর বাইরে সন্দেহ
6. জলাভূমির দিকে যাত্রা
7. গহ্বর এবং চূড়ান্ত স্মৃতি
8. সমাপ্তি ওর নীরবতার তার
9. চূড়ান্ত নীরবতা

Introduction

Written by Raj Nexbi aka Raj Sarma.

A gift to the person who loves to read books and who's birthday comes on December. Happy Birthday Sundori.

রাতের কনফেশন

বৃষ্টি, কলকাতা শহরে এক অদ্ভুত, ভেজা নিস্তব্ধতা নিয়ে এসেছিল। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত ১টা পেরিয়েছে।

কলকাতা রেডিয়ো অফিসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কাঁচের স্টুডিওর ভেতরে, রেডিও জকি অর্জুন বসে ছিল তার নিজস্ব জগতে। বাইরে শহর ঘুমিয়ে গেলেও, স্টুডিওর লাল আলোটি জ্বলছিল— “On Air”।

অর্জুনের চোখ ক্লান্ত, গত এক বছর ধরে যেন সে ঘুম কী জিনিস, ভুলেই গেছে। তার সামনে মাইক্রোফোন, কফি মগ আর একটি পুরানো ছবি, যার দিকে সে চোখ তুলতে পারে না। ছবিটি মীরার।

“সুপ্রভাত, কলকাতার রাতের জাগা বন্ধুরা।” অর্জুনের কণ্ঠস্বরে একটি গভীর, নরম অথচ ক্লান্ত সুর। “আপনারা শুনছেন Midnight Confessions, যেখানে রাত বাড়লে আমরা মুখোশ খুলে ফেলি। আমি RJ অর্জুন। শহরের এই নির্জন প্রহরে, আপনার অব্যক্ত কথাগুলি আজ বলুন। কল করুন…”

ব্যাকগ্রাউন্ডে বিষণ্ণ জ্যাজ বাজছে। অর্জুন কফির মগে চুমুক দিল, কিন্তু কফি আজ ঠান্ডা। সে জানে, এই শো তার মানসিক শূন্যতা ঢাকার একটি ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। মীরা চলে যাওয়ার পর, এই স্টুডিওটিই তার একমাত্র আশ্রয়, একটি সোনার খাঁচা।

ঠিক তখনই, কল লাইন ওয়ান সবুজ হয়ে জ্বলে উঠল। এত দ্রুত সাধারণত কল আসে না।

অর্জুন লাইভ বাটন চাপল।

“হ্যালো? শুভ রাত্রি। কে বলছেন?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

লাইনের অপর প্রান্তে একটি স্থির, ভারী, পুরুষালি কণ্ঠস্বর। কণ্ঠটি একদম অচেনা, কিন্তু যেন খুব পরিচিত হওয়ার ভান করছে।

“হ্যালো, অর্জুন,” কণ্ঠটি বলল। কোনো শুভেচ্ছা নয়, সরাসরি নাম ধরে ডাকা।

“কে বলছেন আপনি? প্লিজ, আপনার পরিচয়টা দিন,” অর্জুন প্রফেশনাল হাসি বজায় রেখে বলল।

“আমার পরিচয়? আমি কে, তা আপনি ভুলে গেছেন, অর্জুন। কিন্তু আমি আপনাকে ভুলিনি। আমি একজন মানুষকে মেরেছি।” কণ্ঠস্বরে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, নেই কোনো রাগ। শুধু পাথরের মতো শীতলতা।

অর্জুনের বুকটা ধক করে উঠল। এমন কল আসে, কিন্তু এই কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা তাকে আঘাত করল।

"দেখুন, এটা একটা রেডিও শো, বন্ধু। আপনি যদি কোনো গুরুতর সমস্যায় থাকেন, তাহলে…" অর্জুন কথা শেষ করতে পারল না।

"না না, সমস্যায় আমি নেই। সমস্যায় আছেন আপনি," অপর প্রান্তের লোকটি শান্তভাবে বলল। "এবং বিশ্বাস করুন, আপনি জানেন আমি কাকে মেরেছি। যদিও আপনার স্মৃতি আপনাকে মিথ্যে বলছে।"

অর্জুন প্রায় কাঁপতে শুরু করেছে। এই প্রথম শো'তে কেউ তাকে ব্যক্তিগতভাবে এমনভাবে আক্রমণ করল। স্টুডিওর চারদিকে একবার চোখ বুলাল সে। কাঁচের ওপাশে শুধু অন্ধকার, আর বাইরের বৃষ্টি।

"আমি কলটা কেটে দিচ্ছি," অর্জুন কঠিন গলায় বলল।

"না, অর্জুন। কাটবেন না। আপনার কফির মগটি ডান দিকে সরান। আপনার ঘড়িতে এখন ১টা ১৫। আর আপনি যে ছবিটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছেন না, সেটির নাম মীরা।"

অর্জুনের নিঃশ্বাস থেমে গেল। মগ সরানোর শব্দটি ছাড়া স্টুডিওতে আর কোনো শব্দ নেই। লোকটি কীভাবে এত কিছু জানে? তার স্টুডিওর ভেতরকার প্রতিটি জিনিস?

"আপনি কে?" অর্জুন প্রায় ফিসফিস করে বলল।

কণ্ঠটি হাসল। একটি সংক্ষিপ্ত, শীতল হাসি।

"আমার নাম রিতম। এবং আপনার মনের অন্ধকার গলিগুলি আজ আমার কাছেই কনফেশন করতে এসেছে।"

আতঙ্ক এবং ফ্ল্যাশব্যাক

অর্জুন দ্রুত কলটি কেটে দিল। লাইভ মাইক্রোফোন বন্ধ করে, সে হাঁপাতে শুরু করল। হাতের মুঠোয় কফির মগটি প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল। ১টা ১৫ মিনিট। স্টুডিওতে সে একা।

সে দ্রুত তার সিস্টেম কন্ট্রোল প্যানেল দেখল। আউটগোয়িং কল বা Incoming কল ট্রেস করার অপশনটি ঝাপসা হয়ে জ্বলছে। একজন RJ জানে, সাধারণত এই শোতে কল ট্র্যাকিং খুবই কঠিন, কিন্তু কেউ তার স্টুডিওর ভেতরের জিনিসগুলো কীভাবে দেখছে?

অর্জুন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরটিতে হাঁটল। দেয়ালের কাঁচের দিকে তাকাল— কাঁচের ওপারে কোনো ক্যামেরা বা কারো উপস্থিতি নেই। স্টুডিওর দরজা লক করা। তবুও তার মনে হলো, রিতম যেন ঘরের কোনো অদৃশ্য কোণে বসে তাকে দেখছে।

তার স্মৃতিতে হঠাৎ ধাক্কা খেল। এক বছর আগের একটি ঝাপসা ছবি।

ফ্ল্যাশব্যাক:

এক দমবন্ধ করা রাতের ফ্ল্যাশ। মীরা তার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। “তুমি আমাকে ভালোবাসো না, অর্জুন! তুমি শুধু নিজের খ্যাতিকে ভালোবাসো!” কাঁচের কিছু ভাঙার শব্দ। অর্জুন তার হাত ধরে টানছে। মীরা ব্যথায় চিৎকার করছে। এরপর... শুধু অন্ধকার।

অর্জুন দ্রুত চোখ বন্ধ করল। মাথা ধরে বসে পড়ল। না, সে এখন মীরার কথা ভাববে না। সে মীরাকে হারানোর বেদনাকে একটি ফ্রেমে বন্দী করে রেখে দিয়েছে, কারণ তার ভয় হয়, ফ্রেমটা ভেঙে গেলে ভেতরের ছবিটাও নষ্ট হয়ে যাবে।

মাইক্রোফোন চালু করার আগে অর্জুন দ্রুত তার টেকনিশিয়ান অভ্রকে ফোন করল।

“অভ্র? আমি… আমি একটা অদ্ভুত কল পেয়েছি। কলটা কি ট্রেস করা সম্ভব?” অর্জুন নিচু গলায় বলল।

ওপার থেকে অভ্রর ঘুম জড়ানো গলা এলো, “এত রাতে? কী হয়েছে, অর্জুনদা? কল ট্রেস করার সিস্টেম তো আমরা ব্যবহার করি না। এমনিতেই, রাতের দিকে কিছু লোক মজা করে।”

“না অভ্র। এই লোকটা মজা করছে না। সে আমার স্টুডিওর ভেতরকার সব জানে। সে বলল— ‘আমি একজন মানুষকে মেরেছি’।” অর্জুনের গলা কেঁপে গেল।

"ঠিক আছে, আমি সিস্টেমে দেখছি। তবে লাইভ শো-তে কল ট্র্যাকিংয়ে সময় লাগবে। আপনি শান্ত থাকুন এবং শো চালিয়ে যান। এটাই একমাত্র উপায়।"

অর্জুন অনিচ্ছায় মাইক্রোফোন চালু করল।

"দুঃখিত বন্ধুরা, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে কলটি কেটে গিয়েছিল," অর্জুন স্বাভাবিক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল। "আমরা আবার ফিরে এসেছি। যারা আপনার গোপন কথা বলতে প্রস্তুত, তারা কল করুন।"

কিন্তু অর্জুন জানে, আর কেউ কল করবে না। রিতম ফিরে আসবে।

এবং ঠিক তাই হলো। লাইভ লাইনটি আবার সবুজ হয়ে জ্বলে উঠল। অর্জুন কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে অপেক্ষা করল। তারপর বাটন চাপল।

"হ্যালো। আপনি কি আবার কল করলেন?" অর্জুন সতর্ক গলায় বলল।

সেই শীতল, ভারি কণ্ঠস্বর। "আপনি আশা করেননি, অর্জুন? আপনি জানেন আমি ফিরে আসব। কারণ আপনার গল্পটি এখনো অসম্পূর্ণ। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? আমি রিতম। আপনি রিতম। R-I-T-A-M. এবং আপনি ভুলে গেছেন, মীরা কোথায়?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, যেন রিতমকে সে দেখতে পাচ্ছে। "আমি রিতম নই। আর মীরা…" তার গলা ধরে এলো, "মীরা এক বছর আগে চলে গেছে।"

"চলে গেছে? নাকি আপনি তাকে যেতে বাধ্য করেছেন? রাগ, অর্জুন। আপনার সেই ভয়ানক রাগ। আপনি তাকে ভালোবাসতেন না, অর্জুন। আপনি তাকে আটকে রেখেছিলেন। মনে করুন, সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল, ঠিক আজকের মতো..." রিতমের কণ্ঠস্বর দূরে সরে গেল, কিন্তু অর্জুনের মাথার ভেতর যেন আরও জোরে বাজতে থাকল।

অর্জুনের চোখ বন্ধ। তার মনে পড়ল, হ্যাঁ, সেদিনও বৃষ্টি ছিল। মুষলধারে বৃষ্টি। মীরার শেষ কথাগুলি, যা সে শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না।

"আপনি মিথ্যা বলছেন!" অর্জুন চিৎকার করে উঠল। তার RJ-এর শীতলতা ভেঙে গেছে।

"সত্যিটা আপনার ভেতরে লুকানো আছে, অর্জুন। আপনি ভুলে গেছেন, কারণ সত্যটি আপনাকে ভেঙে দেবে। আপনি শুধু শো চালিয়ে যান। আজ রাতে আপনার কনফেশন সম্পূর্ণ হবে।"

কলটি আবার কেটে গেল। স্টুডিওতে শুধু অর্জুনের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস। তার হাত কাঁপছে। মীরার ছবিটি সে সরিয়ে দিল।

সে একা নয়। সে নিশ্চিত। রিতম স্টুডিওর ভেতরেই আছে। তার মনে হলো, মীরা হয়তো এই রিতমের কারণেই নিখোঁজ।

কিন্তু রিতম যে বলছে, 'আপনি রিতম'? এর অর্থ কী?

স্মৃতির ফাঁস এবং সত্যের কিনারায়

অর্জুনের কপাল বেয়ে ঠান্ডা ঘাম নামছে। হাত কাঁপছে, কিন্তু সে জানে, এই কলটি ছিল শেষ সীমারেখা। লাইভ শো চলছে, কিন্তু এখন তার কাছে শো চালানো বা শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া কিছুই জরুরি নয়। শুধু একটিই প্রশ্ন: রিতম কে, এবং সে কীভাবে সবকিছু জানে?

অর্জুন লাইভ লাইনটি 'হোল্ড'-এ রেখে দ্রুত কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সে নিজেই কলটি ট্রেস করার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করল। আইপি অ্যাড্রেস, কলিং কোড, এমনকি সাধারণ লুপ ট্রেসিং... কিছুতেই কিছু হলো না। সিস্টেম দেখাচ্ছে, কলটি একটি 'Ghost Call'— কোনো ইনপুট নেই, কোনো উৎস নেই।

অর্জুনের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা লাগতে শুরু করল। অভ্র ভুল বলেনি। এটা প্রযুক্তির ভুল নয়, এটা যেন অস্তিত্বের ভুল।

“না, এটা সম্ভব না। কোনো লোক আমার সাথে কথা বলল, আর সেটার কোনো রেকর্ড নেই?” অর্জুন ফিসফিস করে বলল।

নিরাপত্তার এই চরম অভাবে তার মন যেন প্রতিরোধ করতে পারল না। ভেতরের দেওয়াল ভেঙে যেতে শুরু করল। মীরার নিখোঁজ হওয়ার রাতের স্মৃতি, যা সে এত বছর ধরে চাপা দিয়ে রেখেছিল, তা এবার স্রোতের মতো ফিরে এলো।

অর্জুন চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। চোখ দুটি বিস্ফারিত। স্টুডিওর আলো এখন আরও তীব্র, আরও নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে।

ফ্ল্যাশব্যাক: সেই রাতের গল্প

কলকাতার বৃষ্টি আরও বাড়ল। অর্জুন ও মীরা তাদের ফ্ল্যাটের লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে। চারিদিকে ছড়ানো জিনিসপত্র। মীরা চিৎকার করে বলছে, “তুমি আমাকে দম বন্ধ করে দিচ্ছ, অর্জুন! আমি চলে যাব!” অর্জুনের মুখ বিকৃত, তার চোখ লাল। তার আর মীরার মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। অর্জুন তার খ্যাতি আর কাজ নিয়ে এত মগ্ন ছিল যে মীরা নিজেকে একাকী মনে করত।

“কোথায় যাবে তুমি? তুমি আমার,” অর্জুন দাঁতে দাঁত চেপে বলল। তার কণ্ঠস্বরে ভালোবাসার চেয়ে অধিকারবোধ বেশি ছিল।

মীরা হাসল, সেই হাসি ছিল তীব্র অপমানজনক। “আমি তোমার সম্পত্তি নই, অর্জুন। আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ফিরে যাচ্ছি।”

কথাটি শুনে অর্জুনের মাথার ভেতর যেন একটি লাল আলো জ্বলে উঠল। তার শরীরের শিরায় শিরায় আগুন। তার সেই পুরনো, নিয়ন্ত্রণের বাইরের রাগ। "তুমি যেতে পারো না!"

অর্জুন মীরার হাত ধরল। শক্ত করে। মীরা ব্যথায় আর্তনাদ করল। সে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করল। ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। একসময় মীরা পিছলে গেল। তার মাথা সশব্দে আঘাত করল কোণের টেবিলের কিনারা, যেখানে রাখা ছিল তাদের প্রিয় ক্রিস্টালের ফুলদানি। ফুলদানি ভেঙে গেল, কাঁচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল। মীরার সাদা পোশাকে লাল রং...

অর্জুন থমকে গেল। এক সেকেন্ডের জন্য সময় থেমে গেল। তারপর কেবল অর্জুনের অস্থিরতা। সে মীরাকে ওঠানোর চেষ্টা করল, কিন্তু মীরা নড়ল না। তার মাথা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। অর্জুন আতঙ্কিত। সে বাইরে বৃষ্টিতে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার হাত রক্তে মাখা...

অর্জুন ধড়মড় করে উঠে বসল। তার শরীর ঘামে ভিজে গেছে। না! এইটুকু সে ভুলে গিয়েছিল! সে শুধু ঝগড়ার কথা মনে রেখেছিল, কিন্তু এই শারীরিক ধাক্কা আর রক্ত... এটুকু স্মৃতি তার মন তাকে দেখতে দেয়নি।

সে তার হাতে তাকাল। এখন নেই, কিন্তু সেই রাতের রক্তের স্মৃতি যেন তার ত্বকের নিচে এখনো জ্বলজ্বল করছে।

তার সামনে মাইক্রোফোন, লাইভ শো। এখন রাত ২টা।

ঠিক তখনই, কন্ট্রোল প্যানেলের ফোন লাইনটি আবারও জ্বলে উঠল। অর্জুন আর ভয় পেল না, পেল এক শীতল স্থিরতা। রিতমই কল করেছে। সে জানে।

বাটন চাপল অর্জুন।

"...শুনছেন Midnight Confessions. আপনি কে?" অর্জুনের গলা এবার অস্বাভাবিক শান্ত।

"আমি সেই স্মৃতি," রিতমের কণ্ঠস্বর এলো। এবার সেটি আরও মৃদু, যেন একদম কানের কাছে ফিসফিস করছে। "যে রক্ত আপনি ধুয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, অর্জুন। আপনার হাতে, আপনার বিবেক থেকে।"

অর্জুন হাসল, তিক্ত হাসি। "তুমি তো আমার স্মৃতি, রিতম। আমার ভেতরের ভয়। তুমি তো বাইরে কেউ নও।"

"বাহ! অবশেষে আপনি স্বীকার করলেন। হ্যাঁ, আমি আপনার ভেতরের রিতম (R-I-T-A-M)। Rage In The Absent Meera (অনুপস্থিত মীরার ভেতরের ক্রোধ)। আর আমি আপনাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ফিরে এসেছি।"

“কিন্তু আমার কি হয়েছিল মীরার সাথে?” অর্জুন নিজেকে প্রশ্ন করল, কিন্তু উত্তর এলো রিতমের কণ্ঠ থেকে।

“আপনি তাকে মেরেছেন, অর্জুন। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেও আপনি শেষ করতে পারেননি। আমি আপনাকে শেষ করব।”

রিতমের কণ্ঠস্বর এবার দ্রুত এবং অস্থির হয়ে উঠল, যেন দুটি সত্তা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত।

“এইবার আপনাকে জানতে হবে, আপনি মীরাকে কোথায় রেখেছেন, অর্জুন! আর আমি আপনাকে সেই জায়গাটি বলতেই কল করেছি!”

কলটি হঠাৎ করে কেটে গেল।

অর্জুন স্‌টুডিওর দেয়ালে হেলান দিয়ে শ্বাস নিল। সে বুঝে গেছে— এটি কেবল একটি কনফেশন শো নয়। এটি একটি ডায়েরি। রিতম তাকে দিয়ে মীরার শেষকৃত্য করিয়ে নিতে এসেছে।

স্টুডিওর বাইরে সন্দেহ

রাত তখন ২টা ৩০ মিনিট। কলকাতার রাতের নীরবতা কেবল বৃষ্টির শব্দে মাঝে মাঝে ভাঙছে। কিন্তু অর্জুনের স্টুডিওর ভেতরে নীরবতা যেন একটি ধারালো অস্ত্র।

অর্জুন লাইভ মাইক্রোফোন অফ রেখেই অভ্রকে আবার ফোন করল। তার গলায় আর আতঙ্ক নেই, আছে এক অস্বাভাবিক স্থিরতা।

"অভ্র, আমি লাইভ অফ করছি। শো শেষ। তোমার কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে।"

"অর্জুনদা? কী হয়েছে? আমি সিস্টেমে কল চেক করেছি। সত্যি বলছি, কোনো ইনকামিং কল রেকর্ড হয়নি। এটা কোনো অত্যাধুনিক হ্যাকিং হতে পারে, নইলে..." অভ্র ইতস্তত করল।

"নইলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাইতো?" অর্জুন হাসল। "শোনো, আমি কি গত এক বছরে মীরার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে কোনো সাইকোলজিস্ট বা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম?"

অভ্র অবাক হয়ে বলল, "না তো। আপনি বলেছিলেন, আপনি একাই ঠিক আছেন। কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

"কিছু না। শোনো, মীরার নিখোঁজ হওয়ার পর তার পরিবার বা বন্ধুরা কি কেউ তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিল? কোনো সন্দেহ? কোনো প্রশ্ন?" অর্জুন সরাসরি জানতে চাইল।

অভ্র কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "মীরার বোন, কবিতা, একবার কল করেছিল। খুব ভেঙে পড়েছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল, নিখোঁজ হওয়ার আগের রাতে মীরা আপনার সাথে ঝগড়া করেছিল কি না। আমি বলেছিলাম, 'আমাদের পার্সোনাল বিষয়ে জানি না'।"

অর্জুনের চোখ উজ্জ্বল হলো। কবিতা। মীরার একমাত্র বোন, যে অর্জুনকে দেখতে পারত না। তার মনে পড়ল, মীরা চলে যাওয়ার পর কবিতা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

অর্জুন ফোন রেখে স্টুডিওর দরজা লক করার দিকে গেল। তার মনে হলো, রিতম হয়তো কবিতা। সে কি এই স্টুডিওর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে?

কিন্তু যেই সে দরজার দিকে এগোতে গেল, ইন্টারকম সিস্টেমে মৃদু শব্দ হলো।

অর্জুন ইন্টারকমের দিকে তাকাল। লাইনটি জ্বলছে। সে জানে, এই কল বাইরের কেউ করছে না।

বাটন টিপল। "কে?"

রিতমের কণ্ঠস্বর— আবার শীতল, নিয়ন্ত্রিত। "আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন, অর্জুন? আপনি ভাবছেন, এটা কবিতা? মীরাকে ভালোবাসার ভান করে, যে আপনাকে ঘৃণা করত? না, অর্জুন। তাকে ফাঁসানো এত সহজ নয়। আপনি আপনার অতীত থেকে পালাতে পারবেন না।"

অর্জুন ধীর পায়ে ফিরে এলো মাইক্রোফোনের সামনে। "তুমি তাহলে বাইরেও নেই, রিতম। তুমি শুধু আমার মনের কণ্ঠ। ঠিক বলেছিলাম আমি।"

"একদম ঠিক," রিতম সম্মতি জানাল। "আমি আপনার সেই অংশ যা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি এখনো মীরার কাছে পৌঁছানোর ভয় পাচ্ছেন। কেন? আপনি তাকে আঘাত করেছিলেন। কিন্তু আপনি তার দেহ কোথায় নিয়ে গেছেন, অর্জুন?"

রিতম এরপর যা বলল, তা অর্জুনের রক্ত হিম করে দিল।

"আজ থেকে এক বছর আগে, ওই বৃষ্টির রাতে আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। আপনার গাড়িতে কিছু ছিল। আপনি কি মনে করতে পারছেন? আপনার গাড়ির ডিকিতে, যা ময়লা লাগার কারণে আজ সকালে সার্ভিসে দিয়েছিলেন... যেখানে রক্ত লেগেছিল। আপনি কি মনে করতে পারছেন, অর্জুন?"

অর্জুনের গলার শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। তার মনে পড়ল, হ্যাঁ, গত বছর মীরা চলে যাওয়ার পর প্রথম কয়েক মাস সে গাড়ির ডিকি খোলেনি। এবং গত সপ্তাহে, সে সত্যিই তার গাড়ি সার্ভিসে দিয়েছিল। তবে কি সেখানে...?

অর্জুনের মন একটি নতুন ফ্ল্যাশব্যাক তৈরি করল।

একই রাত, মুষলধারে বৃষ্টি। অর্জুন তার কালো সেডানের ডিকি খুলছে। সে দ্রুত একটা ভারি জিনিস ভেতরে রাখল। কাপড়ে মোড়া, ভিজে যাওয়া। সে চারদিকে তাকাল — কেউ নেই। কেবল রাস্তার আলোয় বৃষ্টির জলের স্রোত। তার হাতে তীব্র ব্যথা। তার মুখ ফ্যাকাশে। সে দ্রুত গাড়ি চালাল। তার মনে হলো, সে যেন একটা গভীর, কালো গহ্বরের দিকে এগোচ্ছে। গন্তব্য কোথায়? ভুলে গেছে। সে শুধু চায়, মীরার নীরবতা যেন চিরস্থায়ী হয়।

অর্জুন চোখ খুলল। না! সে সত্যিটা দেখতে চায় না। সে তার রেডিও শো-তে আবার ফিরে গেল।

মাইক্রোফোন চালু করল। "বন্ধুরা, এটা Midnight Confessions। আমরা আমাদের গোপন কথা বলছি..."

রিতমের কণ্ঠস্বর লাইভ লাইনে ফিরে এলো, যেন সে স্টুডিওতে অর্জুনের পাশেই বসে আছে।

"না অর্জুন, আপনি আপনার নিজের কনফেশন ছাড়া আর কিছুই বলছেন না। আপনি কেন মীরার বোন কবিতার কথা ভাবলেন? কারণ আপনি সন্দেহ করছেন, মীরার নিখোঁজ হওয়ার পিছনে অন্য কেউ জড়িত থাকতে পারে। আপনি আপনার দোষ অন্য কারও উপর চাপাতে চাইছেন, অর্জুন। কিন্তু আপনি জানেন, আপনার গাড়িই সাক্ষ্য দেবে।"

অর্জুন দ্রুত ফাস্ট-ফরওয়ার্ড বাটনে হাত দিল। সে এই কণ্ঠস্বর আর শুনতে চায় না। কিন্তু কন্ট্রোল প্যানেলের সব বাটন যেন বিকল হয়ে গেছে। সে নিজের অজান্তেই মাইক্রোফোনে রিতমের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে, আর হাজার হাজার শ্রোতা তা শুনছে।

"আমাকে একা থাকতে দাও, রিতম! তুমি আমার মনের দুর্বলতা। তুমি মিথ্যা!"

"আমি মিথ্যা নই। আমি আপনার সত্য। আর সত্য হলো: আপনি মনে করতে পারবেন না, কারণ আপনার মন আপনাকে রক্ষা করছে। এখন ভাবুন, আপনার গাড়ির ডিকিতে থাকা সেই জিনিসটি আপনি কোথায় পুঁতেছিলেন? কোনো নির্জন জায়গা? কোনো পুরনো কবরখানা? নাকি একটি পরিচিত জলাশয়...?"

অর্জুন মাথা চেপে ধরল। জলাশয়... এই শব্দটা তার মনের ভেতর একটা পরিচিত ছবি আঁকল। একটা বিরাট, অন্ধকার জলাশয়, যা কলকাতার পাশেই। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি (East Kolkata Wetlands)।

রিতমের কণ্ঠ শান্ত হলো। "হ্যাঁ, অর্জুন। জলাভূমি। মনে করতে পারছেন? আপনাকে আর কতদূর যেতে হবে?"

অর্জুন অসহায়ভাবে শুধু মাইক্রোফোনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ এখন কেবল একটিই জিনিস দেখতে পাচ্ছে— জলাভূমির কাদা।

জলাভূমির দিকে যাত্রা

রাত প্রায় ৩টে। শো শেষ হওয়ার কথা ছিল ১টা ৩০ মিনিটে। কিন্তু অর্জুন তার অজান্তেই গত এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কেবল তার নিজের মনের ভেতরের দ্বন্দ্বটি লাইভ সম্প্রচার করে চলেছে। শ্রোতারা নীরব, কিন্তু হতভম্ব।

"আপনি আর লাইভ থেকে পালাতে পারবেন না, অর্জুন। আপনার অপরাধের স্বীকারোক্তি শুনতে শহরের ঘুমন্ত কানগুলো জেগে আছে।" রিতমের কণ্ঠস্বর মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সরাসরি অর্জুনের মাথায় প্রবেশ করছে।

অর্জুন স্থির হয়ে গেল। সে আর তর্ক করল না। তার ভেতরে একটা অদ্ভুত শীতল স্থিরতা এসেছে। সে জানে, এই খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রিতম থামবে না। এবং রিতমকে থামাতে হলে, তাকে সেই স্থানে যেতে হবে— পূর্ব কলকাতার জলাভূমি (East Kolkata Wetlands)।

অর্জুন দ্রুত কন্ট্রোল প্যানেলের সব বাটন বন্ধ করে দিল। লাইভ স্ট্রিমিং থেমে গেল। শুধু স্টুডিওর লাল আলোটি টিমটিম করে জ্বলতে থাকল।

দরজা খুলে সে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলো। পুরো করিডোর নীরব। রিসেপশনে কেউ নেই। সে লিফটের দিকে না গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। তার দ্রুত পদক্ষেপগুলো রাতে অফিসের নীরবতায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

যখন সে গ্রাউন্ড ফ্লোরে এলো, সিকিউরিটি গার্ড তার দিকে তাকাল।

"এত রাতে, অর্জুনদা? সব ঠিক আছে?" গার্ড জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, কাজ ছিল। জরুরি কিছু একটা ফেলে এসেছি। আমাকে যেতে হবে," অর্জুন দ্রুত বলল। সে তার অভিব্যক্তি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু গার্ডের চোখে সন্দেহ দেখতে পেল।

"আপনার মুখটা..." গার্ড কথা শেষ করতে পারল না।

"বৃষ্টিতে ভিজেছি। গুড নাইট," অর্জুন প্রায় দৌড়ে মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো।

বাইরে তখনও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। শহরের ভেজা রাস্তাঘাট যেন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে তার পার্কিং লটে দাঁড়ানো কালো সেডানটির দিকে এগিয়ে গেল। রিতমের কথা মনে পড়ল— আপনার গাড়িই সাক্ষ্য দেবে।

অর্জুন কাঁপতে কাঁপতে চাবি দিয়ে গাড়ির লক খুলল। সে ডিকির দিকে তাকাল। তার ভেতরে তীব্র আতঙ্ক, কিন্তু সে জানে, তাকে দেখতে হবে।

ডিকির লক টিপল। ডিকি খুলে গেল। ভেতরে কী আছে?

ফাঁকা।

ডিকিটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। শুধু একটি পুরনো, শুকনো চাদর পড়ে আছে। তাতে কোনো রক্তের দাগ নেই।

অর্জুন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "মিথ্যেবাদী! তুমি মিথ্যা!" সে চিৎকার করে বলল।

"আপনার মন আপনাকে রক্ষা করার জন্য শেষ চেষ্টা করছে, অর্জুন। ভেতরে কিছু নেই, কারণ আপনি এখন সেখানে নন," রিতমের কণ্ঠ এবার তার গাড়ির স্পিকার থেকে এলো। অর্জুন চমকে উঠল। সে তো রেডিও স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসেছে! কলটি কি এখনও ফলো করছে?

"আমি জানি না, মীরা কোথায়," অর্জুন গাড়ির স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে বলল।

"আপনি জানেন। জলাভূমি। আপনার গাড়ি মনে রেখেছে," রিতম বলল।

অর্জুন গাড়ি স্টার্ট করল। তার মনে হলো, সে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালাচ্ছে। গাড়ি যেন নিজেই পথ চেনে। কলকাতার রাতের সরু রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটতে শুরু করল পূর্ব দিকের নির্জনতার দিকে।

অর্জুন নিজেকে দেখতে পেল। সে মীরার ফ্ল্যাটের কাছাকাছি একটি জায়গায় এসে থেমেছে। সেই পুরনো, কাঁচভাঙা টেবিলটার সামনে... না, এটা তো তার অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। স্মৃতি আর বাস্তব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

সে মীরাকে নিয়ে এসেছিল এই জলাভূমির কিনারায়। এক বছর আগে।

গাড়ি যখন পূর্ব কলকাতার জলাভূমির দিকে প্রবেশ করছে, তখন অর্জুনের ফোন বেজে উঠল। স্ক্রিনে অভ্রর নাম।

অর্জুন ফোন ধরল।

"অর্জুনদা, আপনি কোথায়? আমি এখন আপনার স্টুডিওতে। কোনো ইনকামিং কল নেই। কিন্তু..." অভ্রর গলা দ্রুত ও অস্থির।

"কিন্তু কী, অভ্র?"

"কিন্তু আপনার শো'র শেষ এক ঘণ্টার রেকর্ডিং ডিলিট হয়ে গেছে। আর বাইরে থেকে কোনো কল না এলেও, সিস্টেমে দেখাচ্ছে, আপনি যেন নিজের মোবাইলের মাধ্যমে লাইভ লাইনে কল করেছিলেন!"

অর্জুনের হাত থেকে ফোনটি পড়ে গেল।

নিজের মোবাইল? নিজের অবচেতন মন!

অর্জুন বুঝল, সে রিতমকে স্টুডিও থেকে সরিয়ে দিলেও, রিতম তার মোবাইলের মাধ্যমে, তার নিজের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে, তাকে অনুসরণ করছে। রিতম শুধু তার অপরাধবোধ নয়, সে হলো অর্জুনের 'Hidden Self'।

অর্জুন গাড়ি থামাল। চারপাশে ঘন অন্ধকার আর জলের মৃদু শব্দ। বাতাসের সোঁদা গন্ধ। এটা সেই জায়গা। সে জানে।

রিতম তার মনের ভেতর থেকে হাসল। "আপনি গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন, অর্জুন। এখন বলুন, কোথায়?"

অর্জুন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। জলাভূমির নীরবতা তাকে গ্রাস করল। তার মনে হলো, রিতমের এই খেলা এবার শেষ হওয়া দরকার। হয় রিতম বাঁচবে, নয় অর্জুন।

গহ্বর এবং চূড়ান্ত স্মৃতি

অর্জুন জলাভূমির কিনারায় দাঁড়িয়ে। চারদিকে শুধু জলের স্রোত আর নিস্তব্ধতা। তার পাশে গাড়ির দরজা খোলা, ভেতরে তখনও রিতমের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, যা আসলে অর্জুনের মনের নিজস্ব প্রতিধ্বনি।

"জল ভালোবাসতেন মীরা। আপনি কি তাকে সেই ভালোবাসার মধ্যেই শুইয়ে দিয়েছেন, অর্জুন?"

অর্জুনের জামাকাপড় ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। সে কাদার দিকে এগোল। এই জায়গাটা তার চেনা। এক বছর আগে এখানে একান্তে আসার একটা কারণ ছিল— এই জায়গাটা একেবারেই জনমানবহীন।

তার মন তাকে বাধ্য করল একটি বিশেষ দিকে তাকাতে। যেখানে জলের দিকে একটি ঢাল নেমে গেছে, তার ঠিক ওপরে কিছু পুরনো উইলো গাছের ঝোপ।

অর্জুন কাঁপতে কাঁপতে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। তার পায়ের জুতো কাদার মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে।

"ধীরে, অর্জুন। আপনি তো একজন রেডিও জকি। আপনার হাত তো মাটি খুঁড়তে অভ্যস্ত নয়। আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি," রিতম বলল।

অর্জুনের চোখ বন্ধ। সে এখন পুরোপুরি মীরার নিখোঁজ হওয়ার রাতের শেষ অংশের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

সেডান গাড়ি থেকে অর্জুন ভিজে যাওয়া চাদরে মোড়া ভারী জিনিসটি বের করল। তার হাত অসাড়। মীরার মুখটা সে দেখেনি, কিন্তু তার স্থির শরীরটা তার হাতের স্পর্শে এসেছিল। সে কাঁদছিল না, শুধু শ্বাস নিচ্ছিল দ্রুত। সে বুঝতে পারছিল, তার রাগ তাকে কী করিয়ে ফেলেছে। খ্যাতিমান RJ অর্জুন এখন একজন খুনি।

সে ঝোপের দিকে এলো। হাতে একটি পুরনো কোদাল, যা সে জরুরি কাজের জন্য ডিকিতে রাখত। সে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। গভীর নয়, শুধু এমন একটি গর্ত, যা অস্থায়ীভাবে তার অপরাধকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কোদাল হাতে তার এই কাজটা ছিল তার চূড়ান্ত পরাজয়। বৃষ্টির কারণে মাটি নরম ছিল।

মাটি খুঁড়ে সে সেই চাদরটি ভেতরে রাখল। চাদরটি ছিল মীরার মায়ের দেওয়া, যা তাদের বিছানায় থাকত। অর্জুন দ্রুত মাটি চাপা দিল। তার মন তখন একটাই কথা বলেছিল: ভুলে যাও। এই রাত কখনও ঘটেনি। মীরা চলে গেছে, কিন্তু এই স্মৃতিটা নয়।

বৃষ্টি তার মাথার রক্ত আর অপরাধবোধ ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পারেনি।

অর্জুন চোখ খুলে হাঁটু গেঁড়ে বসল। মাটি! তার হাতে মাটি লেগে আছে। এক বছর পর, সে সেই একই মাটির গন্ধ পাচ্ছে।

সে উঠে দাঁড়াল এবং প্রায় পাগলের মতো তার হাত দিয়ে মাটি সরাতে শুরু করল। নখ ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু তার ভেতরের তাড়না তীব্র। সে তার অপরাধের প্রমাণ চায়।

"এখানেই! এখানেই আমি তাকে রেখেছিলাম!" অর্জুন চিৎকার করে বলল।

রিতমের কণ্ঠস্বর যেন তার মাথার ভেতরে বিজয়ীর হাসি হাসল। "আপনি স্বীকার করেছেন! আপনি স্বীকার করেছেন, অর্জুন!"

অর্জুন মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এমন একটি গভীরতায় পৌঁছাল, যেখানে সে একটা কাপড়ের প্রান্ত দেখতে পেল। সেই কাপড়ের রঙ, সেই পুরনো চাদর...

অর্জুন সেটি টেনে বের করল।

চাদরটি সম্পূর্ণ কাদায় মাখা, পচে যাওয়া। কিন্তু যখন সে চাদরটি সরাল—

চাদরের নিচে কিছু শুকনো ডালপালা এবং কয়েকটি ইঁট রাখা ছিল। কোনো দেহ নেই।

অর্জুন স্থির হয়ে গেল। স্তব্ধ। তার হাত, তার মুখ, তার পুরো শরীর কাঁদায় মাখা।

"এটা কী?" অর্জুন ফিসফিস করে বলল।

গাড়ির স্পিকার থেকে রিতমের কণ্ঠস্বর এলো। "এটি আপনার মনের ফাঁদ, অর্জুন। আপনি মীরাকে মারেননি। আপনি মীরাকে আঘাত করেছিলেন। কিন্তু সে... সে আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আপনার মন এত বছর ধরে এই মিথ্যাটি বিশ্বাস করেছে যে আপনি তাকে হত্যা করেছেন, কারণ আপনার অপরাধবোধ ছিল চরম। আপনার মনে হয়েছিল, আপনি তাকে খুন করার যোগ্য।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। "না! রক্ত ছিল! আমি তাকে আঘাত করেছিলাম!"

"হ্যাঁ, রক্ত ছিল। আঘাতের রক্ত। কিন্তু যখন আপনি এই জায়গায় এসেছিলেন, আপনি ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি নিজেকে বাঁচাতে চাননি, আপনি চেয়েছিলেন আপনার স্মৃতি প্রমাণ করুক যে আপনি একজন খুনি। তাই আপনি এই ডালপালাগুলো পুঁতেছিলেন। প্রমাণ হিসেবে। মীরা নিখোঁজ হওয়ার দুই ঘণ্টা পর, সে নিজেই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি এই সত্য সহ্য করতে পারেননি যে আপনার রাগ একজনকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার মন আপনাকে শাস্তি দিয়েছে, অর্জুন। এই এক বছর ধরে।"

অর্জুন অসহায়ের মতো হাসল। সব... সবটাই ছিল তার নিজের তৈরি মানসিক বিভ্রম? মীরা বেঁচে আছে?

ঠিক তখনই, সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। পুলিশের গাড়ি। তার শো'র লাইভ কনফেশন শুনে কেউ হয়তো পুলিশকে খবর দিয়েছে।

অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টি থেমে গেছে।

সে জানে, রিতমের খেলা শেষ। কিন্তু অর্জুনের খেলা মাত্র শুরু হলো। সে এখন একজন উন্মাদ, কাদামাখা, খুনের অপরাধ স্বীকার করা মানুষ— যে আদৌ খুন করেনি।

সমাপ্তি ওর নীরবতার তার

অর্জুন জলাভূমির কাদা মাখা জমিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তার হাতের মুঠোয় থাকা চাদরটি নীরব সাক্ষী। মাথার ওপর ফ্ল্যাশ করছে পুলিশের গাড়ির নীল-লাল আলো। সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

পুলিশের একটি দল তার দিকে দ্রুত এগিয়ে এলো। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন একজন বয়স্ক, অভিজ্ঞ অফিসার, যাঁর চোখ অর্জুনের দিকে স্থির।

"অর্জুন সেন? আমরা আপনাকে স্টুডিও থেকে ট্র্যাক করেছি। আপনি খুনের কথা স্বীকার করেছেন। মীরা সেন কোথায়?" অফিসারের গলায় শীতল পেশাদারিত্ব।

অর্জুন হেসে উঠল। তার হাসিটা ছিল হিস্টিরিয়া আর মুক্তির এক অদ্ভুত মিশ্রণ।

"মীরা?" অর্জুন বলল, "সে চলে গেছে, অফিসার। এক বছর আগে। আর আমি... আমি তাকে মেরেছি, আমার মনের ভেতরে।"

অফিসারটি তার কাঁধ ধরলেন। "কোথায় দেহ? আপনিই কি সেই ফোনকারী 'রিতম'?"

"হ্যাঁ," অর্জুন বলল, "আমি রিতম। আর দেহটা দেখুন," সে ডালপালা আর ইঁট দিয়ে চাপা দেওয়া জায়গাটা দেখাল। "আমার ভেতরের রিতম আমাকে এখানে এনেছে। সে চেয়েছিল আমি বিশ্বাস করি, আমি একজন খুনি।"

পুলিশ কর্মীরা দ্রুত মাটি খুঁড়ল। কিন্তু যা পেল, তা শুধু পচা শুকনো পাতা আর কাদা। হতাশা ও বিভ্রান্তি ছড়াল।

অফিসার অর্জুনকে গাড়িতে তুললেন। অর্জুনের গাড়ি থেকে, যেটি তখনও ইন্টারকমের মাধ্যমে তার মোবাইলের সাথে সংযুক্ত ছিল, রিতমের কণ্ঠস্বর মৃদুস্বরে এলো— "আপনি জিতেছেন, অর্জুন। কিন্তু আপনি মুক্ত নন।"

পরদিন সূর্য ওঠার আগে অর্জুনকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো। তার হাতে হাতকড়া।

সকালে অভ্র এবং তার আইনজীবী স্টেশনে এলেন। পুলিশ প্রথমে অর্জুনের লাইভ শো'র স্বীকারোক্তিকে প্রধান প্রমাণ হিসেবে ধরেছিল।

"স্যার, এই কলগুলোর কোনো প্রমাণ নেই," অভ্র পুলিশ অফিসারের সামনে ল্যাপটপ রাখল। "অর্জুনদা তার নিজের মোবাইল ব্যবহার করে সিস্টেমে লুপ তৈরি

করেছিলেন। কোনো বাইরের কল নেই। পুরো কনফেশনটি ছিল তার নিজের মনের সাথে তার নিজের কথা।"

আইনজীবী জানালেন যে, মীরা সেনের নিখোঁজ হওয়ার পর তার পরিবার পুলিশের কাছে কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি যে অর্জুন দায়ী। এমনকি মীরা তার এক বন্ধুকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে তিনি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন।

দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর, পুলিশ সিদ্ধান্ত নিল যে খুনের কোনো প্রমাণ নেই। অর্জুনকে মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হলো।

হাসপাতালের সাদা ওয়ার্ডে অর্জুন একা বসে ছিল। জানালার বাইরে সকালের আলো। এক বছর ধরে সে যে চূড়ান্ত সত্য থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, তা হলো— সে মীরাকে ভালোবাসত, কিন্তু তার রাগের কারণে সে তাকে হারিয়েছিল। এবং এই হারানো তাকে মানসিক বিভাজনে ঠেলে দিয়েছিল।

ডাক্তার এসে তাকে শান্ত করলেন। "মীরা সেন বেঁচে আছেন, মিস্টার সেন। কিন্তু আপনার এই 'রিতম' আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের একটি অংশ। এটি আপনার চরম অপরাধবোধের বহিঃপ্রকাশ।"

অর্জুন হাসল। মীরা বেঁচে আছে। তার ভেতরের রিতম তাকে ভুল পথে চালিত করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রিতমই তাকে চূড়ান্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল— অর্জুন একজন খুনি নয়, সে একজন রোগী।

চূড়ান্ত নীরবতা

কয়েক মাস পর। অর্জুন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। রেডিও স্টুডিওতে সে আর ফিরে গেল না।

কলকাতার রাস্তায় সে হাঁটছে। এখন সে একজন সাধারণ মানুষ। কোনো RJ অর্জুন নয়, কোনো 'রিতম' নয়।

একদিন, একটি খবরের কাগজে সে মীরার একটি ছোট ছবি দেখল। সে অন্য শহরে নতুন জীবন শুরু করেছে। মীরা সুখী। অর্জুনও সুখী হলো।

সে একটি ছোট বইয়ের দোকানে গেল। সেখানে একটি ডিটেক্টিভ নভেল হাতে নিয়ে দেখল। তারপর সেটি নামিয়ে রাখল। তার নিজের গল্পটাই তো সবচেয়ে বড় থ্রিলার হয়ে গেছে।

সে তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বুঝতে পারল: অন্ধকার কেবল বাইরে থাকে না, ভেতরের অন্ধকারই সবচেয়ে ভয়াবহ।

যখন সে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন তার কানে একটি ফিসফিস শব্দ এলো। মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট।

"আপনি কি সত্যি মনে করেন, সব শেষ হয়ে গেছে, অর্জুন?"

অর্জুন থমকে দাঁড়াল। না, রিতম ফিরে আসেনি। এটা তার নিজের কণ্ঠস্বর। কিন্তু কণ্ঠস্বরটি আর শীতল বা তীব্র নয়। এটি ছিল সতর্ক।

অর্জুন হাসল, এবার শান্ত এবং নিশ্চিত হাসি। সে জানে, রিতম চিরকাল তার সাথে থাকবে— তার সতর্ক বিবেক হিসেবে।

সে আর কোনো রেডিও শো হোস্ট করল না। কলকাতার রাতের রাস্তা এখন আর তার কাছে কনফেশন শো নয়, বরং এক গভীর, নীরব সত্যের প্রতিধ্বনি।

সমাপ্তি।